দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ OCT. 1 9 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

259

শিক্ষকগণ ক্লাসে পড়ানোর চাইতে
টিউশনীতে অধিক আগ্রহী

শরীয়তপুর সংবাদদাতা ॥ শিক্ষকদের মধ্যে প্রাইভেট টিউশনীর প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানের দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে। স্কুল-কলেজগুলিতে কর্মরত অনেক শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে শিক্ষাদানের পরিবর্তে প্রাইভেট পড়াইতে অধিক আগ্রহী।

জানা যায়, জেলার বেসরকারী কলেজ ও মাধ্যমিক স্কুলগুলির পাশাপাশি সরকারী কলেজের শিক্ষকগণও প্রাইভেট টিউশনি লইয়া ব্যস্ত। সরকারী হাইস্কুলের কতিপয় শিক্ষক প্রাইভেট পড়াইতেই যেন অধিক আগ্রহী। এই টিউশনি প্রথা চালু থাকার ফলে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর সুবিধা হইলেও

(১১শ পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষকগণ ক্লাসে

(৩য় পৃঃ পর)

অধিকাংশ গরীব ছাত্র-ছাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। তাহারা নিয়মিত ক্লাসে যথাযথ শিক্ষা পায় না। কোন কোন শিক্ষক ক্লাসে পড়াইয়া টিউশনি করিতে চলিয়া যায়। তাহারা ২/৩ শিফটেও টিউশনি করেন। অভিভাবক মহলের অভিযোগ, এই শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে ঠিকমত না পড়াইয়া তাহাদেরকে ভাল ফলাফলের লোভ দেখাইয়া প্রাইভেট পড়াইতে আগ্রহী করিয়া তোলেন। তাহারা শিক্ষকতাকে লাভজনক পেশা হিসাবে বাছিয়া নিয়াছেন। এইদিকে জেলার কোন কোন কলেজের শিক্ষক প্রাইভেট পড়ানো ছাড়াও নোট ব্যবসা লইয়া বেশী ব্যস্ততা দেখান বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যায়।